সংবাদ

তারিখ 13 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সিলেট এমসি কলেজ

পোড়ানোর ৮ মাস পর ছাত্রাবাস পুনর্নির্মাণ শুরু হচ্ছে এপ্রিলে

মো. নাসির উদ্দিন, সিলেট

সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রাবাস পোড়ানোর ৮ মাস পর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজ শুরু করছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর। আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এ কাজ শুরু করা হবে। প্রথম পর্যায়ে টিন শেডের ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হবে, নতুন ভবনের কাজ শেষ হবে ৯ মাসে এবং পুরনোগুলো সংস্কারে ৬ মাস সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা প্রকৌশলী মো. নজরুল হাকিম। তিনি বলেন, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রাবাসের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজ শুরু হয়ে পুরোদমে চলবে এবং শেষ হবে সেপ্টেম্বর মাসে। তন্মধ্যে ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত তিনটি ব্লক পুনর্নির্মাণ, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি ব্লক এবং ছয়টি ব্লকের তত্ত্বাবধায়কের কোয়ার্টার সংস্কারের কাজ করা হবে।

সহকারী শিক্ষা প্রকৌশলী অনন্ত কুমার ভৌমিক জানান, প্রথম ব্লক পুনর্নির্মাণে ১ কোটি ৪৬ লাখ ৭৪ হাজার, দ্বিতীয় ব্লকে ১ কোটি ৪৬ লাখ ৪৮ হাজার এবং চতুর্থ ব্লক পুনর্নির্মাণে ৭৮ লাখ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় হবে। তাছাড়া এই তিন ব্লকের আসবাবপত্র বাবদ ৪৪ লাখ এবং তৈজসপত্র বাবদ আরও দেড় লাখ টাকা ব্যয় হবে। তিনি বলেন, হোস্টেলের ৫টি ব্লক ও হোস্টেল সুপারের ৪টি কোয়ার্টারসহ ৯টি ব্লকের মেরামত বাবদ ১ কোটি ১৮ লাখ টাকা ব্যয় হবে। তাছাড়া আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্চম ব্লকের সংস্কারে ১৯ লাখ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া প্রথম ব্লকের তত্ত্বাবধায়কের কোয়ার্টার সংস্কারে ব্যয় হবে ১১ লাখ ৭৩ হাজার, দ্বিতীয় ব্লকের কোয়ার্টার ১১ লাখ ৭৩ হাজার, তৃতীয় ব্লকের কোয়ার্টার ১৪ লাখ ৮২ হাজার, পঞ্চম ব্লকে ১৪ লাখ ৮২ হাজার এবং শ্রীকান্ত সিলেট : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

সিলেট : এমসি কলেজ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্লকের তত্ত্বাবধায়কের কোয়ার্টার সংস্কারে ব্যয় হবে ১৪ লাখ ৮২ হাজার টাকা।

এমসি কলেজ হোস্টেল পোড়ানোর পাঁচ মাস পর গত ৪ জানুয়ারি পুরো হোস্টেলের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজের ডিপিপিপত্র চূড়ান্ত করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এরপর কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ২১ জানুয়ারি জেলা ছাত্রলীগ সভাপতির হাতে শিক্ষা প্রকৌশলী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে লাঞ্ছিতকারী ছাত্রলীগ সভাপতি পংকজকে বহিষ্কার করা হলে পুনরায় নির্মাণ কাজের উদ্যোগ নেয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর। উল্লেখ্য, গত বছরের ৮ জুলাই ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে ঐতিহ্যবাহী সিলেট এমসি কলেজ হোস্টেলের তিনটি ব্লকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ ঘটনায় কলেজের অভ্যন্তরীণ কমিটিসহ তিনটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। অপর দুই কমিটি হচ্ছে জেলা প্রশাসন ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি। তবে এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কমিটি ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে প্রথমে ছাত্রলীগকে অগ্নিসংযোগের ঘটনার জন্য দায়ী করা হলেও তাৎক্ষণিক ভুল দেখিয়ে পুনরায় প্রতিবেদন হালনাগাদের জন্য সময় চাওয়া হলেও আর প্রতিবেদন প্রদান করা হয়নি।